দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলতে কী বোঝো।

মার্কসবাদের ভিত্তিগত নীতি হলো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। এই দ্বন্দ্ববাদ হলো সমাজ বিকাশের সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ, ব্যাপক এবং সমৃদ্ধ তত্ত্ব। দ্বন্দ্ববাদ কে মার্কসবাদের নির্যাস রূপে অভিহিত করা চলে। বস্তুতঃ মার্কসবাদের তত্ত্বগত ভিত্তি হলো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। Stalin উল্লেখ করেছেন, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির বিশ্ববীক্ষা। এই বিশ্ববীক্ষা কে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলা হয়। কারণ প্রকৃতির ঘটনাবলীর প্রতি এর দৃষ্টিভঙ্গি, ঐ ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণ এবং অনুধাবনের পদ্ধতি হলো দ্বন্দ্বমূলক। অন্যদিকে প্রাকৃতিক জগতের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা, ওই সব ঘটনার সম্বন্ধে ধারণা এবং তার তত্ত্ব হলো বস্তুবাদী।

গ্রিক শব্দ Dialego থেকে Dialectics শব্দের উদ্ভব ঘটেছে। গ্রিক দার্শনিকগন সর্বপ্রথম দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিটি প্রয়োগ করেন। তারা মনে করতেন, বিভিন্ন ব্যক্তির পরস্পরবিরোধী যুক্তি খণ্ডনের মাধ্যমেই কোন বিষয় সম্পর্কে সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভাববাদী জার্মান দার্শনিক হেগেল চিন্তার বিকাশের প্রক্রিয়া আলোচনার জন্য দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিটি প্রয়োগ করেন। কিভাবে চিন্তা বা ভাবনার জগতের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ফলে চিন্তাভাবনার পরিবর্তন, বিকাশ ও রূপান্তর ঘটে তিনি ব্যাখ্যা করেন। গ্রিক দার্শনিকদের দ্বারা উদ্ভাবিত দ্বন্দ্ব মূলক পদ্ধতিকে তিনিই প্রথম ব্যাপক রূপ দেন। কিন্তু হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি ছিল, তিনি দ্বান্দ্বিক বিকাশকে পূর্ণাঙ্গভাবে কেবল চিন্তা-চেতনা, চরম ভাব এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। প্রাকৃতিক জগতকে অবহেলা করেছেন। হেগেলের দ্বন্দ্ববাদের ভাববাদী খোলসটাকে বর্জন করে তার যুক্তিনিষ্ঠ সারবস্তু কে গ্রহণ করেছেন। তিনি হেগেলের চরমভাব, অনন্ত চেতনা প্রভৃতি ধারণা বর্জন করে দ্বন্দ্ববাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। মার্কস ভাবজগতের পরিবর্তে বস্তুজগতের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ববাদ কে প্রয়োগ করেন। হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ ভাবকে প্রাধান্য দিয়েছে। হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ মাথার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মার্কস দ্বন্দ্ববাদ কে দাঁড় করালেন তার পায়ের উপর। মার্কস জার্মান দার্শনিক ফুয়েরবাখ এর বস্তুবাদী চিন্তার অন্তর্নিহিত সারবস্তু গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তার ভাববাদী এবং ধর্মীয় নৈতিক চিন্তা ধারাকে বর্জন করে তাকে বস্তুবাদ এর একটি বিজ্ঞানসম্মত দার্শনিক তত্ত্ব রূপ দেন।

বিশ্ব প্রকৃতি বস্তু নিয়ে গঠিত। বস্তুজগৎ থেকেই চিন্তা, চেতনা ও ভাবের উদ্ভব ঘটে। বস্তুজগৎ সর্বদাই গতিশীল। প্রাকৃতিক জগতের সকল বস্তুই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। তাদের বিকাশ এবং রূপান্তর ঘটে। প্রাকৃতিক জগতের বিকাশের নিজস্ব নিয়ম বা বিধি আছে। তা কোন আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয় না। বৈষয়িক জগতের দন্দ্বের ফলেই তার পরিবর্তন ঘটে। বস্তুজগতের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মধ্যেই পরিবর্তনের কারণ নিহিত। সুতরাং

বস্তুবাদ বলতে এমন একটি তত্ত্ব কে বোঝায় যে তত্ত্ব জগতের সামগ্রিকভাবে বস্তু রূপে গণ্য করে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুসারে-" বস্তুজগৎ সর্বদা পরিবর্তনশীল ও গতিময় ; বস্তু জগতের পরিবর্তন ও বিকাশ হল প্রকৃতির স্ববিরোধী এর পরিণতি, প্রাকৃতিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের ফল"। মার্কসের মতে,দ্বন্দ্ববাদ হল বাহ্যিক জগৎ এবং মানবিক চিন্তার গতির সাধারণ বিধি বা বিজ্ঞান। এঙ্গেলস উল্লেখ করেছেন, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ প্রতিটি বস্তু এবং তার মানসিক প্রতিচ্ছবিকে মূলত তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, সংলগ্নতা, গতিবেগ, অভ্যুদয় এবং অন্তর্ধান এর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এর মূল বক্তব্য হলো- বাইরে থেকে কোন ভাব কল্পনা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। বস্তুজগৎ এবং তার প্রকৃতিকে অভ্যন্তরস্থ থেকেই ব্যাখ্যা করা যায়। মার্কসীয় দর্শন জগতকে অবিরাম গতি ও বিকাশের মাধ্যমে বিচার করে।

মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদ এর সঙ্গে ভাববাদী তত্ত্বের পার্থক্য হল- ভাববাদী চিন্তাবিদগণ এই ধারণা ব্যক্ত করেন যে, চেতনার অস্তিত্ব একমাত্র সত্য। আমাদের চেতনা, ভাব কল্পনা, উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষণ, সংবেদন শক্তির মধ্যেই বস্তুজগতের অস্তিত্ব। অর্থাৎ বস্তুজগৎ হোল ভাব-কল্পনা ও উপলব্ধির প্রতিফলন মাত্র। অন্যদিকে মার্কসীয় দন্ডবাদী দর্শন অনুসারে প্রকৃতি ও বস্তুজগৎ হল নৈব্যক্তিক বাস্তবতা। আমাদের চেতনা ছাড়াই তার অস্তিত্ব থাকতে পারে। বস্তুজগৎ আমাদের চেতনার উপর নির্ভরশীল নয়। বস্তুই হচ্ছে মুখ্য বা প্রাথমিক। বস্তু হলো সংবেদন শক্তি ভাব- কল্পনা এবং চেতনার উৎস। চেতনা হলো গৌণ, বস্তুর প্রতিফলন মাত্র। কার্লমার্কস বলেছেন-- বস্তু থেকে চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। বস্তুই হল সকল পরিবর্তনের বিষয়বস্তু।

ভাববাদিগণ বিশ্বাস করেন যে, বিশ্ব এবং তাঁর বিধি জানা সম্ভব নয়। ভাববাদ মানুষের জ্ঞানের যথার্থতায় বিশ্বাসী নয়। পক্ষান্তরে মার্কসীয় বস্তুবাদ দার্শনিক বলিষ্ঠভাবে এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করেছে যে, বিশ্ব এবং তার বিধি জ্ঞাত হওয়া সম্ভব। প্রাকৃতিক জগতের নিয়মাবলী পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যথার্থ জ্ঞান রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মার্কস উল্লেখ করেছেন, মানুষের চেতনা তাদের সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ করে না; পক্ষান্তরে সামাজিক অবস্থান তাদের চেতনা নির্ধারণ করে। এভাবে মার্কসবাদ দ্বন্দ্ববাদ কে হেগেলের চিন্তার গতিশীলতা ধারণা থেকে মুক্ত করে বস্তুজগতের বিকাশের সাধারণ বিধি নির্ধারণের একটি বস্তুবাদী তত্ত্বে পরিণত করে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বাস্তব জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রের গতি এবং তার লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করে। দ্বন্দ্ববাদ হলো একটি বিশেষ বিজ্ঞান। দ্বন্দ্ববাদ এর লক্ষ্য হলো সকল গতিশীলতা, পরিবর্তন এবং বিকাশের সর্বজনীন বিধিকে চিহ্নিত করা। ওইসব বিধির সর্বজনীনতার কারণ হলো তাদের প্রকৃতি-জগৎ এবং তা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োগ করা যায়। মার্কস এবং এঙ্গেলস দ্বন্দ্ববাদের এর মধ্যে কেবল অনুধাবনের পদ্ধতি সন্ধান করেন নি; তারা দ্বন্দ্বতত্ত্ব কে কার্য পরিচালনার নির্দেশিকা রূপে গ্রহণ করেছেন। বিকাশের সাধারণ বিধি সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান অতীতকে ব্যাখ্যায়, বর্তমানের ঘটনাবলীর অনুধাবনে এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা গঠনের উদ্যোগকে কার্যকর করে তোলে।

****

সম্ভাব্য প্রশ্ন :--

1) দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কাকে বলে ?
2) কারা প্রথম দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিটি প্রয়োগ করেছিলেন ?
3) দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এর মূল বক্তব্য কী ?
4) মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদ এর সঙ্গে ভাববাদী তত্ত্বের পার্থক্য কি ?